জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ২০০৯-এর সমীপে

আইন শিক্ষার উপর মতামত ও সুপারিশ

১। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ সৃষ্টি ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন আইনসচেতন নাগরিক গঠনের জন্য আইন শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আইন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পেশাগতভাবে দক্ষ ও নৈতিকভাবে উন্নত বিচারক, আইনজীবী, আইনজ্ঞ, আইন উপদেষ্টা, আইন কর্মকর্তা, মধ্যস্থতাকারী, মানবাধিকার কর্মী, গবেষক ও শিক্ষক তৈরী করা যারা মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা ও সমুন্নত রাখবে; আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে; এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইন শিক্ষার্থীদেরকে কেবলমাত্র আইনের তত্ত্ব ও নীতি, মৌলিক এবং পদ্ধতিগত আইন এবং আইন ব্যবস্থার ওপর প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিলেই হবে না, অধিকন্তু আইনের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার ওপরও গুরুত্বোরোপ করতে হবে। আইনের সামাজিক সংস্কারমূলক ভূমিকা এবং একটি পরিব্যাপক শিক্ষা হিসেবে আইন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হবার বিষয়টি আইনের স্নাতক, ভবিষ্যতের পেশাজীবীদের অনুধাবন করতে হবে যা কিনা সার্বিক দারিদ্র বিমোচন এবং মানুষের আইনগত ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য। সমসাময়িক অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আদর্শিক শক্তিগুলোর প্রভাব অনুধাবনের জন্য আইনের স্নাতকদের উদারনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

২। আইন হচ্ছে একটি প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান। সেহেতু শিক্ষায়তনিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকৃতির আইন শিক্ষাদান প্রয়োজন। মানসম্মত আইন শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য এই বিষয়গুলোর সমন্নয় সাধন প্রয়োজন। বক্তৃতা পদ্ধতির পাশাপাশি শিক্ষাদানের প্রায়োগিক পদ্ধতি যেমন, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, সমস্যা পদ্ধতি, মামলা পর্যালোচনা, কল্পআদালত (Moot Court) এবং কল্পবিচার (Mock Trial), ব্যবহারিক আইনশিক্ষা ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। ভবিষ্যতের আইনজীবীদের বার পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক বৎসর মেয়াদি বার ভোকেশনাল কোর্স প্রচলনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩। বাংলাদেশে আইন মহাবিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর আইন কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন স্নাতক (সম্মান) এবং আইনে স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহ এখনো পর্যন্ত পাশাপাশি চলার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু মহাবিদ্যালয়গুলোতে আইনশিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। আইনশিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং বার কাউন্সিলের ওপর অর্পিত রয়েছে। আইন মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন অনুষদের ওপর বার কাউন্সিলদের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র বৃদ্ধির সুযোগ থাকালেও, এর পরিবর্তে আইনশিক্ষার জন্য একটি জাতীয় আইন শিক্ষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যায়, যা ১৯৭৪ সনের কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে ছিল।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় বর্তমানে বিদ্যমান আইন মহাবিদ্যালয় ভিত্তিক দুই বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর আইনকোর্স (এল-এল.বি পাশ) এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক আইন স্নাতক (সম্মান) কোর্স এই

দুই ধারার আইনশিক্ষাকে একই ধারায় নিয়ে এসে এর সার্বিক মানোন্নয়নের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে আইনশিক্ষার জন্য একটি ধারাই চালু রয়েছে।

৪। আইন শিক্ষাকে উদারনৈতিক করার লক্ষ্যে এতে আন্তঃবিভাগীয় বৈশিষ্ট যুক্তকরণ; ব্যবহারিক আইন শিক্ষার জন্য ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি চালু, যার মূল হচ্ছে জনগনকে আইন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আইন শিক্ষা লাভ; আইন শিক্ষায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলোর উপর গুরত্ব আরোপ; আইনগত নৈতিকতা, মানবাধিকার ও নারী-পুরুষ বিষয় ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সমূহ আইন শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিবেচনায় নিতে হবে।

৫। আইন শাস্ত্রে গবেষণা আইন শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। আইনের ব্যুৎপত্তির জন্য আইনের গবেষণা একটি অপরিহার্য শর্ত। আইনের উৎকর্ষতা আইন এবং ব্যক্তি, আইন ও সমাজ, আইন ও উন্নয়ন, আইন ও রাজনীতির সংজ্ঞা ও যোগসূত্র নির্ধারণ করে থাকে। আইন এবং আইন ব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কার, আইন এবং আইন শিক্ষাকে সমাজের নিত্য নতুন চাহিদার সাথে উপযোগী করে তোলার জন্য নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা অপরিহার্য। আমাদের উচ্চতর আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা খুবই অবহেলিত, যার সমাধান হওয়া উচিত।

৬। আইন স্নাতকদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে আইন স্নাতকদের নিয়োগের বিধান করা হলে তা একদিকে যেমন সুসাশন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে তেমনি আইন শিক্ষার মানোন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আইন শিক্ষার উল্লিখিত উদ্দেশ্য এবং মন্তব্যসমূহ আইন শিক্ষার নীতিমালা, পাঠক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

সুপারিশমালা

১। একটি জাতীয় আইনশিক্ষা পরিষদ গঠন করতে হবে যা বাংলাদেশের আইন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও তদারকি করবে। বার কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সহযোগিতায় এই পরিষদ কার্যাবলী সম্পাদন করবে। পরিষদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করতে হবে; এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ এই আইনের আইন শিক্ষা সম্পর্কিত অংশের সংশোধনের প্রয়োজন হবে।

২। উল্লিখিত পরিষদ গঠন প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় অথবা এই পরিষদ এই মুহূর্তে গঠন করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইন শিক্ষা সম্পর্কিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্প্রসারণ করা যেতে পারে এবং উক্ত ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

বংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইন শিক্ষা কমিটিতে বিভিন্ন আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইনশিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে।

৩। প্রস্তাবিত আইনশিক্ষা পরিষদ এবং এর গঠন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক আইন শিক্ষা চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের সহযোগিতায় বার কাউন্সিল পদক্ষেপ গ্রহন করবে। বার কাউন্সিলে এডভোকেট হওয়ার পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য পূর্ব যোগ্যতা হিসাবে আইন ডিগ্রিধারীদের জন্য অতিরিক্ত এক বৎসর মেয়াদী আইনে ভোকেশনাল কোর্স সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। আইনশিক্ষা পরিষদ এই কোর্সটির রূপায়ন ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাবস্থা নিবে। শিক্ষা পরিষদ সম্পর্কিত উপরিউক্ত প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় বার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে উক্ত কোর্সটি পরিচালিত হতে পারে।

৪ । আইন শিক্ষায় শিক্ষায়তনিক ও কারিগরী/ব্যবহারিক প্রকৃতির যৌক্তিক সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে আইনের স্নাতকবৃন্দ আইন ব্যবসায় এবং আইন বিষয়ক সাধারণ চাকুরীর জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আইন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যবহারিক পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক, যেমন- সক্রেটিস পদ্ধতি, সমস্যা পদ্ধতি, কেস স্টাডি, মুট কোর্ট এবং মকট্রায়াল, ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন ইত্যাদি।

৫। পাঠক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। আইন পাঠক্রম জাতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬। আধুনিক অর্থনীতি, আইসিটি এবং বিশ্বয়নের বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আইন পাঠক্রমে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেমন করপোরেট ল, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আইন, প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল', তুলনামূলক আইন, ই-কমার্স, মেধাস্বত্ব আইন, সাইবার ল, পরিবেশ আইন, আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ফরেনসিক আইন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি, আইনি নৈতিকতা, আইন গবেষণা, ড্রাফটিং এন্ড কনভেয়েনসিং তদসহ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং সংক্রান্ত পৃথক কোর্স আইন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৭। ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন অর্থাৎ জনগোষ্টিকে আইন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আইন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। আইন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন এডিআর কার্যক্রমের সাথে জড়িত করা প্রয়োজন যাতে তারা বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের আইনের জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে এবং একই সময়ে তারা প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে এল-এল.এম কোর্স গবেষণা ভিত্তিক হতে হবে, যা শুধু মাত্র যোগ্যতা সম্পন্ন নির্বাচিত আইন ডিগ্রিধারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৯। মহাবিদ্যালয়ের আইনশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশিক্ষার ব্যবধান নিরসনে মহাবিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার ব্যপক সংস্কার ও সংশোধন করা জরুরী প্রয়োজন যা নিম্নরূপে করা যেতে পারে-

ক) মহাবিদ্যালয়সমূহের আইন কোর্স দুই বৎসর থেকে তিন বৎসরে উন্নীতকরণ এবং শেষ শিক্ষাবর্ষে প্রায়োগিক কোর্সের উপর গুরুত্ব প্রদান করা ;

খ) ভর্তি পরীক্ষা চালুকরণ;

গ) ভর্তির আসন সংখ্যা সিমীতকরণ;

ঘ) পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা চালুকরণ;

ঙ) সরকারী সহায়তার বিধান রাখা;

চ) পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা- যেমন শ্রেণী কক্ষ, লাইব্রেরী, বই, কম্পিউটার ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ;

ছ) মহাবিদ্যালয়গুলোর কার্যকর তদারকির ব্যবস্থা করা। আইন মহবিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার কাউন্সিল ও শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

১০। আধুনিক আইন শিক্ষার মানদন্ড স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারী অনুদানে আদর্শ আইনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা।

১১। আইন সংক্রান্ত সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং আইনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের প্রাক-যোগ্যতা হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মৌলিক আইন শিক্ষা কোর্স চালু করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রচলিত আইন সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য সংযোজনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে এবং বিধিমালা প্রণয়ন করবে। বিএ এবং বিএসএস (পাস) কোর্সে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে আইন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১২। শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা জোরদার করা এবং ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষকদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

১৩। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আইন ডিগ্রিধারীদের জন্য পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস (আইন) ক্যাডার সার্ভিস চালু করা, যাতে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়িত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কাজ করতে পারে।